গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কর কমিশনারের কার্যালয়
কর অঞ্চল-৩, চট্টগ্রাম
সরকারি কার্যভবন-২ (৩য় তলা), আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম
www.taxeszone3ctg.gov.bd

নথি নংঃ মা.রা.স/আসা/কঅ-৩/২০২৬-২০২৭/

তারিখঃ ১৮ শ্রাবণ ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ / ০২ আগস্ট, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ

রাজস্ব সভার কার্যবিবরণী

সভা	:	জুন/২০২৬ মাসের মাসিক রাজস্ব সভা
তারিখ	:	২৭ জুলাই, ২০২৬ খ্রি. সোমবার
স্থান	:	সম্মেলন কক্ষ-সম্প্রীতি, কর অঞ্চল-৩, চট্টগ্রাম
অংশগ্রহণকারী	:	কর অঞ্চল-৩, চট্টগ্রামের সকল কর্মকর্তা ও কর পরিদর্শকবৃন্দ
সভাপতি	:	জনাব মোঃ শাহীন আক্তার হোসেন কর কমিশনার কর অঞ্চল-৩, চট্টগ্রাম

কর অঞ্চল-৩, চট্টগ্রামের সম্মানিত কর কমিশনার মোঃ শাহীন আক্তার হোসেন এর সভাপতিত্বে এ কর অঞ্চলের অতিরিক্ত কর কমিশনার, যুগ্ম কর কমিশনার, উপ কর কমিশনার, সহকারী কর কমিশনার, অতিরিক্ত সহকারী কর কমিশনার ও কর পরিদর্শকবৃন্দের সমন্বয়ে সকাল ১১.০০ ঘটিকায় কর অঞ্চল-৩, চট্টগ্রামের সম্মেলন কক্ষে মাসিক রাজস্ব সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার শুরুতেই সভাপতি মহোদয় সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভা শুরু করেন। উপ কর কমিশনার, সদর দপ্তর প্রশাসন, সভার আলোচ্যসূচি উপস্থাপন করেন।

সভায় সম্মানিত কর কমিশনার সার্কেল কর্মকর্তা এবং কর পরিদর্শকদের সাথে সভার আলোচ্যসূচি অনুযায়ী বিস্তারিত আলোচনা করেন এবং রাজস্ব আদায়ের কর্মপরিকল্পনা বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক নির্দেশনা প্রদান করেন। এ সময় পরিদর্শী রেঞ্জ কর্মকর্তা, সার্কেল কর্মকর্তা ও কর পরিদর্শকগণ আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। সভায় নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়ঃ

ক্রমিক নং	আলোচ্য বিষয় ও সিদ্ধান্তঃ	দায়িত্বপ্রাপ্ত/বাস্তবায়নকারী কর্মকর্তা
১.	**লক্ষ্যমাত্রা ও আদায় কার্যক্রম সংক্রান্তঃ** ক. ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের জুন'২৬ মাস পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রা ৪৯৪০ কোটি টাকার বিপরীতে আদায় হয়েছে ৩১৪৭.২১ কোটি টাকা। বিগত অর্থ বছরে এ সময়ে আদায় ছিলো ২৬৯২.০১ কোটি টাকা। লক্ষ্যমাত্রা আদায়ে প্রবৃদ্ধির হার ১৬.৯১%। খ. ২০২৬-২০২৭ অর্থবছরে এ কর অঞ্চলের রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ৫,৪২০ কোটি টাকা। ইতোমধ্যে সার্কেল ভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা বিভাজন করা হয়েছে। নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রয়োজনীয় ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বিদ্যমান খাত ছাড়াও নতুন নতুন খাত থেকে আয়কর আদায় কার্যক্রম জোরদার করতে হবে।	সকল পরিদর্শী রেঞ্জ, সার্কেল কর্মকর্তা ও কর পরিদর্শক
২.	**অডিট মামলা নিষ্পত্তি সংক্রান্তঃ** ক. অনিষ্পন্ন সকল অডিট মামলা জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর নির্দেশনা অনুযায়ী দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে। খ. মামলা নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নথি নং-০৮.০১.০০০০.০২৭.১৬.০০৩.২৪(অংশ-১০)/১৯২, তারিখঃ ০৫/০৫/২০২৬খ্রি. এর মাধ্যমে জারীকৃত অফিস আদেশে প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ যথাযথভাবে পরিপালন করতে হবে। গ. সময় মত কর নির্ধারণ সম্পন্ন করতে হবে এবং মান সম্মত করাদেশ প্রণয়ন করতে হবে।	সকল পরিদর্শী রেঞ্জ ও সার্কেল কর্মকর্তা
৩.	**CIC, আয়কর গোয়েন্দা, কর পরিদর্শন পরিদপ্তর ও IIC সংশ্লিষ্ট মামলা নিষ্পত্তি সংক্রান্তঃ** ক. CIC, আয়কর গোয়েন্দা ও তদন্ত ইউনিট এবং কর পরিদর্শন পরিদপ্তরের নির্দেশনার প্রেক্ষিতে যে সকল মামলায় ২১২ ধারার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে সেগুলো দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে। খ. ২১২ ধারার কার্যক্রম গ্রহণ সংক্রান্ত রিপোর্ট সংশ্লিষ্ট দপ্তরে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রেরণ করতে হবে। গ. অত্র কর অঞ্চলের IIC এর অন্তর্ভুক্তির জন্য রাজস্ব সম্ভাবনাময় নথি বাছাই করে প্রতি মাসে কমপক্ষে ১টা নথি সংশ্লিষ্ট পরিদর্শী রেঞ্জ বরাবর প্রেরণ করতে হবে। ঘ. IIC কার্যক্রমের ফলে সৃষ্ট দাবী দ্রুত আদায় করতে হবে।	সকল পরিদর্শী রেঞ্জ ও সার্কেল কর্মকর্তা
৪.	**বকেয়া দাবী আদায় সংক্রান্তঃ** ক. সার্কেলে ইতোপূর্বে বন্টনকৃত নথির তালিকা অনুযায়ী অবিতর্কিত বকেয়া আয়কর আদায়ের জন্য প্রতিদিন অন্তত ১ জন করদাতার সাথে সরাসরি বা টেলিফোনিক যোগাযোগ করতে হবে। এক্ষেত্রে অবশ্যই করদাতার সাথে ভালো আচরণ নিশ্চিত করতে হবে। করদাতার সাথে আলোচনার প্রেক্ষিতে প্রয়োজনে কিস্তিতে বকেয়া কর আদায় করতে হবে। খ. ব্যাংক জব্দের বিষয়ে অধিকতর সচেতন হতে হবে। ব্যাংক জব্দের কার্যক্রম গ্রহণের পূর্বে অবশ্যই করদাতার বকেয়া আয়করের পরিমাণ এবং তাগাদাপত্র যথাযথভাবে জারী হয়েছে কিনা তা নিশ্চিত হতে হবে।	সকল পরিদর্শী রেঞ্জ ও সার্কেল কর্মকর্তা

৫.	**উৎস কর মনিটরিং ও ১৪৭ ধারার কার্যক্রম সংক্রান্তঃ** ক. ইতোমধ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক উৎস কর কর্তনের অধিক্ষেত্র আদেশ জারী করা হয়েছে। এ কর অঞ্চলের উৎস কর কর্তনের অধিক্ষেত্র অনুযায়ী যথাযথভাবে উৎস কর কর্তন করা হচ্ছে কিনা এবং সরকারি কোষাগারে জমা হচ্ছে কিনা তা তদারকি করতে হবে। খ. আয়কর আইন, ২০২৩ এর ১৪৭ ধারার কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানসমূহের উৎস কর কর্তনের সঠিকতা যাচাই করতে হবে এবং যথাযথভাবে উৎস কর কর্তন আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। গ. ফার্মের আয়কর মামলায় ১৪৭ ধারার কার্যক্রম গ্রহণের উদ্যোগ নিতে হবে। একই কোম্পানী/প্রতিষ্ঠান/ফার্ম একই বছরে বার বার ১৪৭ ধারার কার্যক্রম পরিহার করতে হবে। খ. ১৪৭ ধারায় কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে করদাতাকে ব্যাখ্যা প্রদানের সুযোগ দিতে হবে।	সকল পরিদর্শী রেঞ্জ, সার্কেল কর্মকর্তা ও কর পরিদর্শক
৬.	নথি বদলি সংক্রান্তঃ ক. আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে বদলীযোগ্য সকল নথি অধিক্ষেত্র অনুযায়ী বদলী করে NOC দিতে হবে।	সকল সার্কেল কর্মকর্তা
৭.	উচ্চ আদালতে চলমান মামলা ও ADR সংক্রান্তঃ ক. হাইকোর্টে যেসব মামলার ক্ষেত্রে বিভাগ জয়ী হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে সেগুলোর তালিকা করতে হবে। মামলাগুলো নিয়মিত তদারকি করতে হবে। খ. যে সমস্ত মমলা বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি বা ADR এর মাধ্যমে নিষ্পত্তিযোগ্য সে সকল মামলা ADR এর মাধ্যমে নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	সকল পরিদর্শী রেঞ্জ ও সার্কেল কর্মকর্তা
৭.	**বিবিধঃ** ক. অডিট রেজিষ্টার, অর্থোডক্স রেজিষ্টার, তদন্ত রেজিষ্টারসহ সকল রেজিষ্টার যথাযথভাবে সংরক্ষণ ও হালনাগাদ করতে হবে। খ. ফরোয়ার্ড ডায়রী যথাযথভাবে সংরক্ষন করতে হবে। গ. জরিমানা আরোপ করার ক্ষেত্রে আয়কর আইনের বিধান যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে।	সকল পরিদর্শী রেঞ্জ ও সার্কেল কর্মকর্তা

সভাপতি মহোদয় সভায় উপস্থিত সকল কর্মকর্তার সুস্বাস্থ্য কামনা করে ও সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(মোঃ শাহীন আক্তার হোসেন)
কর কমিশনার
কর অঞ্চল-৩, চট্টগ্রাম
ফোনঃ ০২৩৩৩৩২৫৮৯৭

নথি নংঃ মা.রা.স/আসা/কঅ-৩/২০২৬-২০২৭/২৭৫ (২-৪)

তারিখঃ ১৮ শ্রাবণ ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ / ০২ আগস্ট ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ

অনুলিপি প্রেরণ করা হলোঃ

১। সদস্য (কর নীতি), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা ও মনিটরিং সদস্য, কর অঞ্চল-৩, চট্টগ্রাম।.....সদয় জ্ঞাতার্থে।
২। অতিরিক্ত/যুগ্ম কর কমিশনার, পরিদর্শী রেঞ্জ-১/২/৩/৪, কর অঞ্চল-৩, চট্টগ্রাম।
৩। উপ/সহঃ/অতিঃ সহঃ কর কমিশনার, কর অঞ্চল-৩, চট্টগ্রাম। } .... সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে।
৪। অফিস কপি।

০২/০৮/২০২৬
(শাহীন আক্তার)
সহকারী কর কমিশনার
সদর দপ্তরঃ (লিগ্যাল)
কর অঞ্চল-৩, চট্টগ্রাম